

খেলা

যে সম্পদ বদলে দিল মরক্কোর ফুটবল

প্রতিবেদক: Dhaka Probe

প্রকাশের তারিখ: শনিবার, ০৪ জুলাই ২০২৬, ০৭:২৬ PM



বিশ্ব ফুটবলে মরক্কোর দারুণ উত্থানের পেছনে রয়েছে এক ভিন্ন গল্প। দেশের বিশাল ফসফারেট সম্পদ থেকে আয় করা অর্থের একটি অংশ ব্যয় করা হচ্ছে ফুটবলের উন্নয়নে। রাষ্ট্রায়ত্ত সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই অর্থ দিয়ে জাতীয় দলের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড় গড়ে তুলতে কাজ করছে।

২০২৪ সালে গঠিত জাতীয় ফুটবল প্রশিক্ষণ তহবিলের মাধ্যমে দেশটির ফুটবলে বড় বিনিয়োগ শুরু হয়। এতে ফুটবল ফেডারেশন, বেসরকারি খাত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সার প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করছে। লক্ষ্য, মরক্কোকে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত করা।

মরক্কোর ষষ্ঠ মোহাম্মদ বহুমুখী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি হিশাম এল হাবতি বলেন, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখাই তাদের লক্ষ্য। রাজকীয় নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও এই কাজে অংশ নিচ্ছে। তিনি জানান, অনুশীলন মাঠ নির্মাণে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছে তাদের প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থার সঙ্গেও তাদের অংশীদারত্ব রয়েছে।

তবে মরক্কোর ফুটবল উন্নয়নের যাত্রা আজকের নয়। ২০০৯ সালে রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ সরকারকে সারা দেশে খেলার মাঠ, তরুণদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আধুনিক মাঠ এবং দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরিতে বিনিয়োগের নির্দেশ দেন। পরে ২০২৪ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত সার প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্যোগে যুক্ত হয়ে আরও গতি আনে।

এই তহবিলের অর্থে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

এর সুফলও মিলছে মাঠে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে মরক্কো ইতিহাস গড়ে প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে শেষ চারে পৌঁছায়। সেই আসরে তারা স্পেন, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামের মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়ায়। চলতি বছর আফ্রিকা মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বও জিতেছে তারা।

ফসফেট কৃষির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ। এটি ছাড়া খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সার তৈরি করা কঠিন। আর এই মূল্যবান সম্পদের অন্যতম বড় ভাণ্ডার রয়েছে মরক্কোতে। ফলে বিশ্ববাজারে ফসফেটের চাহিদা থেকে দেশটি উল্লেখযোগ্য আয় করছে।

বিশ্লেষকদের মতে, চীন রপ্তানিতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে, রাশিয়াকে ঘিরে রয়েছে ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এ কারণে ফসফেটের বিশ্ববাজারে মরক্কোর গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

হিশাম এল হাবতির মতে, ফুটবলে এই বিনিয়োগ দেশের মানুষের মধ্যেও নতুন আশা ও আনন্দ সৃষ্টি করেছে। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে দলের ঐতিহাসিক সাফল্যের সময় যেমন পুরো দেশ আনন্দে ভেসেছিল, এবারও তিনি মানুষের মধ্যে ঠিক সেই উচ্ছ্বাসই দেখতে পাচ্ছেন।

সূত্র: রয়টার্স

এ বিভাগের আরও খবর



তৃতীয় দিনের প্রথম সেশন শেষে বাংলাদেশের লিড ২১৯
মেহেদী হাসান মিরাজের ছক্কায় তৃতীয় দিনের প্রথম সেশন শেষ করল বাংলাদেশ। লাক্সের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের লিড দাঁড়িয়েছে ২১৯ রানের। ১৩...



মিরাজের ফিফটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪০০ পেরোল বাংলাদেশ
ভারতের মারাঠা স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দারুণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাংলাদেশ। দলীয় সংগ্রহ ৪০০ রান পেরিয়েছে। একই সঙ্গে লিডও ছাড়িয়েছে ২০০ র...



অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তানজিদের ইতিহাসগড়া সেঞ্চুরি
অবশেষে সঙ্গী পেলেন শাহরিয়ার নাকিস। শেষ হলো তার ২০ বছরের অপেক্ষা। একই সঙ্গে অপেক্ষার অবসান হলো বাংলাদেশেরও। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা...



সাকিবকে পেছনে ফেলে অনন্য কীর্তি গড়লেন মুশফিক
ভারতের বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার। এই ম্যাচের মধ্য দিয়ে কমপক্ষে ১০০ টেস্ট বেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রথম বাংলাদেশি হি...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: <https://dhakaprobe.com/sports/je-smpd-bdle-dil-mrkkor-futbl>